সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিঙ্গার বাংলাদেশ ও আর্চেলিক করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য মেডিকেল ভেন্টিলেটর প্রদান করলো

[ঢাকা, ০৯ মার্চ, ২০২১] করোনা আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জীবন রক্ষার্থে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আর্চেলিক তুরস্ক যৌথ উদ্যোগে দেশের তিনটি হাসপাতালে মেডিকেল ভেন্টিলেটর প্রদান করেছে। 'সিঙ্গার ফর সোসাইটি' প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকার হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা এবং বগুড়ার টিএমএসএস রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে এই ভেন্টিলেটরগুলো দেওয়া হয়।

আর্চেলিক ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান শেয়ারহোল্ডার।

ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন এনিস ফারুক এরদেম এর উপস্থিতিতে, সিঙ্গার বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী এমএইচএম ফাইরোজ, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান এবং হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের গভর্নিং বডি মেম্বার হাফিজ আহমেদ মজুমদার, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের জন্য পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক এবং বগুড়ার রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালের জন্য টিএমএসএসের উপ-নির্বাহী পরিচালক ডাঃ মোঃ মতিউর রহমানকে মোট ছয়টি মেডিকেল ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন। সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভেন্টিলেটরগুলো হস্তান্তর করা হয়।

ভেন্টিলেটর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সিঙ্গার বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী এমএইচএম ফাইরোজ বলেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্যের এই প্রতিকূল সময় সত্তেও, একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিঙ্গার ও আর্চেলিক বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একই কাজ করে যাবে।'

তুরস্ক দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন এনিস ফারুক এরদেম বলেন, 'কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেড়শ'র বেশি দেশ ও ১২টির বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সহায়তা করেছে তুরস্ক।' মানবিক এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি সিঙ্গার ও আর্চেলিককে অভিনন্দন জানান।

এ একই প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও নার্সদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন ও মাইক্রোওয়েভ ওভেন প্রদান করে সিঙ্গার। এছাড়াও, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাইক্লোন আম্ফান আক্রান্ত মানুষের সহায়তায় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছিল সিঙ্গার।

.. ..

রাজিউর রহমান
সিনিয়র ম্যানেজার, মার্কেটিং কমিউনিকেশন, সিঙ্গার বাংলাদেশ লি.

- শেষ-

আর্চেলিক সম্পর্কে:

আর্চেলিক ১৫০টি দেশে তাদের পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। বিশ্বজুড়ে এর রয়েছে ৩২,০০০ কর্মী, ১২টি ব্র্যান্ড (আর্চেলিক, বেকো, গ্রানডিগ, ব্লোমবার্গ, ইলেক্ট্রাব্রেগেঞ্জ, আর্কটিক, লেইজার, ফ্ল্যাভেল, ডিফাই, অ্যালটাস, ডওলান্স, ভোল্টাস বেকো), ৩৪টি দেশে বিক্রয় ও বিপণন অফিস এবং ৮টি দেশে ২২টি উৎপাদন ব্যবস্থা। বাজার শেয়ারে ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম (পরিমাণের উপর ভিত্তি করে) হোয়াইট গুডস প্রতিষ্ঠান আর্চেলিকের টার্নওভার ২০১৯ সালে ৫ বিলিয়ন ইউরোতে এসে দাঁড়ায়। এর প্রায় ৭০ শতাংশ মুনাফা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আসে। তুরস্কের আর অ্যান্ড ডি-র শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আর্চেলিকের ৫টি দেশের আর অ্যান্ড ডি অফিস এবং তুরস্কের ১৫ আর অ্যান্ড ডি ও ডিজাইন সেন্টারের ১৬,০০০ গবেষকের প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত এর আন্তর্জাতিক পেটেন্ট অ্যাপিকেশনের সংখ্যা ৩,০০০। ডাও জোনস সাসটেইনেবিলিটি ইন্ডেক্স ২০২০-এ টানা দুই বছর ডিউরেবল হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিভাগে 'ইন্ডাস্ট্রি লিডার' হিসেবে আখ্যায়িত হয় আর্চেলিক। এছাড়াও, পিএএস ২০৬০ কার্বন নিউট্রালিটি স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ২০১৯ এবং ২০২০ অর্থবছরে নিজস্ব কার্বন ক্রেডিটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রোডাকশন প্লান্টস নির্ধারকে কার্বন নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। www.arcelikglobal.com